খেয়া

স্থাপিত - ১৯৯২

1

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯ রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি স্বপন রায় চৌধুরী '৫৩
সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় '৮৫
পত্রিকা সম্পাদক শান্তনু চট্টোপাধ্যায় '৮৩

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2017-2019 • Vol 08 • Issue 12 • 15 December 2019 • Price Rs. 2.00 •

আবেদনঃ জল সংরক্ষণ করুন। পরিবেশকে রক্ষা করুন।

সম্পাদকীয়

শীত এসে গেল। খেজুর গুড়, কমলালেবু, চিড়িয়াখানা ইত্যাদির মতোই শীতের আবশ্যিক অনুষঙ্গ হল পিকনিক। আয়োজন আর প্রস্তুতি প্রায় শেষ। আগামী ১২ জানুয়ারি বাইপাসের ধারে নুনের ভেড়িতে বাধা নিষেধ ছাড়া বন্ধনহীন হুল্লোড় আর আনন্দের এই চড়ুইভাতি প্রতি বছরের মতোই এ বারেও প্রাক্তনীদের প্রাণের টানে আর স্বতস্ফূর্ত যোগদানে ঝলমলে হয়ে উঠুক। তবে, হাতে আর সময় নেই, এখনও যারা নাম নথিভূক্ত করেন নি তারা আর দেরি করবেন না। এ মাসের এই খেয়া যখন আপনারা পেয়ে গেছেন, সদ্য পেয়েছেন অথবা পেতে চলেছেন ঠিক তখনই অর্থাৎ রবিবার, ২২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রধান কর্মকাণ্ড, অ্যালামনি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান। এই বছর আমাদের অ্যাসোসিয়েশন ১৪টি নতুন পুরস্কার চালু করেছে যার মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক কলা বিভাগ, ক্রীড়াবিদ, সংগীত ও সংস্কৃতি এবং চিত্রকলা বিভাগে দক্ষ ছাত্রদের জন্য এই পুরস্কার প্রদানের ভাবনা অ্যাসোসিয়েশনের তরফে এক অভিনব প্রয়াস। এর ফলে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের প্রতি ছাত্রদের উৎসাহ বাড়বে আশা করা যায়। কম বেশি ৮৫ জন ছাত্র পুরস্কার পাচ্ছে। মোট পুরস্কার মূল্য ৯০০০০ টাকার মতো। খেয়ায় বিভিন্ন বিষয়ে নিবন্ধ, প্রবন্ধ এবং তার সঙ্গে মৌলিক সাহিত্য প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। এ বাবদে সমস্ত প্রাক্তনীদের কাছে অনুরোধ, আপনারা লেখা পড়ে আপনাদের মতামত জানান। আমরা চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশ করতে পারি। এ ছাড়াও আমাদের এই মুখপত্রকে আপনাদের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে আরও উন্নত করতে পারি।

আগামী কয়েক মাসের সম্ভাব্য অনুষ্ঠান সূচীঃ

জানুয়ারি – পিকনিক

ফেব্রুয়ারি – রিউনিয়ন

মার্চ – উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতা

এপ্রিল - নববর্ষ

মে - কবিতা পাঠের আসর

জুন – জ্যোতিভূষণ চাকী ছাত্রবন্ধু প্রকল্প

ক্লেদপুষ্পসঞ্জাত কবি

শুভেন্দু সেনগুপ্ত

"প্রথম দ্রষ্টা তিনি, কবিদের রাজা, এক সত্য দেবতা"। কথাগুলো লিখেছিলেন শতবর্ষের ব্যবধানে কোনো পুস্তকপীড়িত প্রৌঢ় পণ্ডিত নন। তাঁর মৃত্যুর চার বছর পরে এক অজাতশ্মশ্রু যুবক, তাঁরই অব্যবহিত এক কবি, আতুর রঁব্যো, তাঁর প্রথম সন্তানগনের অন্যতম। যে পত্রে এই কথাগুলি গ্রথিত আছে, তা ছত্রে ছত্রে বোদললেয়র ভারাক্রান্ত, দু'দিন আগে অন্য এক ব্যাক্তিকে লেখা দোসর পত্রটিও তাই। আমরা অনুভব করি যে বোদলেয়রের চিন্ময় সত্তা হেমন্তের ঝোড়ো হাওয়ার মতো বয়ে চলেছে এই যৌবনকুঞ্জের উপর দিয়ে — কুঁড়ি ঝরিয়ে ,বীজ ছড়িয়ে, মরা পাতার মতো ভাবনাগুলিকে উড়িয়ে দিয়ে, কয়েকটি অকালপক্ক রক্তিম ফল ফলিয়ে তুলেছে ।

"অদৃশ্যকে দেখতে হবে, অশ্রুতকে শুনতে হবে, ইন্দ্রিয়সমূহের বিপুল ও সচেতন বিপর্যয়সাধনের দ্বারা পৌঁছতে হবে অজানায়, জানতে হবে প্রেমের, দুঃখের, উন্মাদনার সব প্রকরণ", "খুঁজতে হবে নিজেকে, সব গরল আত্মসাৎ করে নিতে হবে", "পেতে হবে অকথ্য যন্ত্রণা, অলৌকিক শক্তি, হতে হবে মহা রোগী ,মহা দুর্জন, পরম নারকীয়, জ্ঞানীর শিরোমণি, এমনি করে অজানায় পৌঁছনো!" — বুদ্ধদেব বসুর অব্যর্থ, স্বাদু অনুবাদের হাত ধরে আমরা প্রবেশ করছি বোদলেয়রীয় জগতে, পান করছি 'ফ্ল্যর দু মাল' এর সারাৎসার, মনে পড়ে যাচ্ছে 'প্রতিসাম্য', 'ভ্রমণ', ও 'সিথেরায় যাত্রা', 'মদ ও মৃত্যু'র কবিতাগুচ্ছ। প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গদ্য কবিতা, অন্তরঙ্গ ডায়েরির সেই সব অংশ যেখানে কবি সাহস করেছিলেন আপন আত্মার আবরণ উন্মোচনের, আত্মানুসন্ধান, আত্মপরীক্ষা, দুঃখ, রোগ, মত্ততা, ইন্দ্রিয় সমূহের অতীন্দ্রিয় বিনিময়ের।

সূত্রগুলি সবই বোদলেয়রের, কিন্তু কণ্ঠস্বর নতুন, বাচনভঙ্গি নতুন, তাঁর শৌখিনতা বা কৌলীন্য বা ক্লাসিক শিল্প চেতনার পরিবর্তে এখানে আছে এক সদ্য জেগে ওঠা সহজ আত্মচেতনা। কাব্যপ্রেমী বাঙালিকে বোদলেয়রের সাথে এভাবেই প্রাথমিক পরিচয় করাচ্ছেন বুদ্ধদেব, তাঁর বোদলেয়রের কবিতার অনুবাদ গ্রন্থটির ভূমিকায়।

"আধুনিকতা হচ্ছে অস্থায়ী, দ্রুতগামী অপ্রত্যাশিত একটি ব্যাপার, এটা শিল্পের অর্ধেক এবং অন্য অর্ধেক হচ্ছে শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়"

ইউরোপের সাহিত্য জগতের একদিকে যখন রোমান্টিকতার জয় জয়কার অন্যদিকে তখন নাগরিক জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে একাধিক যুদ্ধ, মহামারী প্লেগ।

একদিকে যেমন বদলে যাচ্ছে নৈতিকতার সংজ্ঞা, সামাজিক বন্ধন। অন্যদিকে শুরু হয়ে গেছে মূল্যবোধের অবক্ষয়, এ যেন নব্য পুঁজিবাদের পেষণে দিশাহারা এক সমাজ। বোদল্যেরের কবিতায় উঠে এল সেই সময়ের ফটোগ্রাফ। মানবজীবন ও সমাজের অবক্ষয়, ঈশ্বরের নিন্দা ও প্রেমের প্রতি ঘৃণা এবং প্রথাবিরোধিতা আর উন্নাসিকতাই হয়ে উঠল তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ।

আধুনিক কবিদের মধ্যে অন্যতম ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়র। আধুনিক কবিতা বলতে আমরা যা বুঝি, তা কোনো না কোনো ভাবে বোদলেয়রের কবিতার চিত্তনির্যাস বা তারই সংক্রমণ।

ইশারউড তাঁর 'অনুবাদকের ভূমিকা'-র প্রথমেই বোদলেয়রের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন — A deeply religious man, whose blasphemies horrified the orthodox. An ex-dandy who dressed like a condemned convict. A philosopher of love, who was ill at ease with women. A revolutionary, who despised the masses. An aristocrat who loathed the ruling class; A minority of one..... চরম বৈপরীত্য। একই সাথে ঈশ্বরনিন্দুক এবং একনিষ্ঠ পূজারি, প্রেম ও যৌনতার একনিষ্ঠ উপাসক এবং সিফিলিস আক্রান্ত, গনিকাসক্ত, নেশাগ্রস্থ এক ঘৃণ্য প্রেমিক ।

প্রাচীন সভ্যতায় গ্রন্থাগার

সৌভিক ঘোষাল

প্রাচীন সভ্যতার সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষ ক্রমশ তার চলার পথে জ্ঞান অর্জন করে চলেছে। সেই জ্ঞানের ভাণ্ডারকে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সংরক্ষণ তথা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাই গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি। সুতরাং জ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ সুনিশ্চিত করে গ্রন্থাগার।

প্রাচীন সভ্যতার সময় যে ধরনের লাইব্রেরি দেখা যেত তার পরিকাঠামোগত রূপ বর্তমান সময়ের লাইব্রেরি থেকে আলাদা ছিল। ওই ধরনের গ্রন্থাগারগুলিকে বলা হয় 'প্রোটো লাইব্রেরি'। ওই লাইব্রেরিগুলি ছিল মূলত ধর্মীয় শিক্ষা, প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত শিক্ষার প্রয়োজনে এবং পরবর্তীকালে আভিজাত্যের পরিচায়ক। সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে কাগজ আবিষ্কারের আগে বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানের প্রোটো লাইব্রেরিগুলি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিশর, ব্যবিলন, রোম, প্যালেস্তাইন, গ্রিক, সিন্ধু তথা ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন এই ধরনের লাইব্রেরিগুলি। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রচলনের প্রাথমিক পর্যায়ে দলিল, দস্তাবেজ, আদেশনামা, চুক্তিপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছিল প্রশাসনিক সংগ্রহশালা বা প্রোটো লাইব্রেরি।

এর পরবর্তী পর্যায়ে গ্রন্থাগার হয়ে উঠল উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন শাসকদের আভিজাত্য প্রকাশের মাধ্যম। এ সময় বই চেন দিয়ে বেঁধে রাখার চল ছিল। কাগজ আবিস্কারের আগে প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলিতে তথ্য বা জ্ঞান সংরক্ষণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত মাটির টালি, তামা সোনা বা ব্রোঞ্জের থালা অথবা প্রস্তর খণ্ড। এ ছাড়া পশুর চামড়া বা গাছের ছালও ব্যবহৃত হত।

মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ হাজার মাটির টালি পাওয়া গিয়েছিল। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সেগুলি পায় পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো। মিশরের আমানরা ও থিবস নগরীর ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদরা ১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের প্যাপিরাস স্ক্রল সংগ্রহ খুঁজে পেয়েছেন। আসিরিয় সাম্রাজ্যের (৭০৪-৬৮১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) রাজধানী নিনোভায় শাসক সেনচেরির প্রাসাদের খনন-কার্যের ফলে উদ্ধার হয়েছিল হাজার হাজার মাটির ফলক। এ সমস্ত তথ্যাধারগুলি সংরক্ষণের জন্য ছিল প্রয়োজন নির্ভর পদ্ধতি (local system)। শাসক সেনচেরির পৌত্র নৃপতি অসুরবানিপালের সংগ্রহ ছিল গ্রন্থাগার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল সেই সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে গ্রন্থাগার ও জ্ঞানচর্চা পরস্পর সম্পৃক্ত। মেসোপটেমিয়া, গ্রিস, রোম, ভারত, চীন ইত্যাদি সব সভ্যতাতেই দেখা গেছে যে শাসকের সক্রিয় উৎসাহ এবং ধর্ম ও শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের গ্রন্থাগারগুলি। এ সবের মধ্যে অসুরবানিপালের গ্রন্থাগার, আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার, পর্গামাম বা নালন্দার গ্রন্থাগারগুলি বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারের তালিকায় নাম লিখে রেখেছে। প্রাচীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার, নিনোভা শহরের অসুরবানিপালের গ্রন্থাগারে হাজার হাজার মাটির ফলকে সংরক্ষিত হয়েছিল তৎকালীন বিশ্বের বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে টলেমি বংশোদ্ভূত গ্রিক শাসকদের প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারটিও ছিল অনন্য। ঐতিহাসিক কার্লটন ওয়েলসের মতে আলেকজান্দ্রিয়া শহরের উক্ত গ্রন্থাগারটি ছিল এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। আরেকটি ইতিহাসখ্যাত গ্রন্থাগার হল পার্গামাম গ্রন্থাগার। আধুনিক তুরস্কের ইজামির অঞ্চলের পার্গামাম শহরে গ্রিক সেনাপতি প্রথম অট্টলাস এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে গুপ্তবংশের শাসনকালে প্রতিষ্ঠিত এক অভূতপূর্ব গ্রন্থাগার ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার। তিনতল বিশিষ্ট ভবনের গ্রন্থাগারটি ছিল তিনটি ভাগে বিভক্ত — রত্নদধি, রত্নসাগর ও রত্নরঞ্জক। শুধুমাত্র তথ্যসংগ্রহ বা ব্যবহার নয়, গ্রন্থাগারটি সংকলন ও প্রকাশের কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিল। এ কাজের জন্য নিযুক্ত ছিলেন অনেক সুশিক্ষিত কর্মী। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারকে কেন্দ্রে রেখে পাণ্ডুলিপি রচনা কিংবা

কপি রাইটিং-এর মতো এক সক্রিয় চর্চা বিকশিত হয়েছিল। প্রতিনিয়ত বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, ছাত্র, গবেষকরা ছিলেন এই গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারী। নালন্দা ছাড়াও তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর, সোমপুর প্রভৃতি স্থানে গড়ে উঠেছিল সম্মৃদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা।

ভারতীয় সভ্যতায় শাসক-রাজা-সম্রাট কিংবা আঞ্চলিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন গ্রন্থাগার। কাদম্বরীর রচয়িতা বিখ্যাত সংস্কৃত কবি বাণভট্ট ছিলেন ভোজ অঞ্চলের শাসকদের প্রাসাদ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতের রাজা-বাদশাদের গ্রন্থাগার ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠক সম্প্রদায় মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সেখানে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। স্বীকার করতে বাধা নেই যে ব্রিটিশ শাসনের অধীনেই ভারতীয় সভ্যতায় জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার ধারণাটি ক্রমশ বিস্তৃত হয়। ব্রিটিশদের ব্যবসায়িক মানসিকতা ও শাসনের অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে পুঁথিগত শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছিল গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগার। ব্রিটিশ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বোম্বে (বর্তমান মুম্বাই), মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই), কলকাতা সহ বিভিন্ন শহরে গড়ে ওঠে বিভিন্ন সোসাইটি বা প্রতিষ্ঠান, যেমন ১৭৭৪ সালে রয়েল বেঙ্গল সোসাইটি। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটির নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল। কলকাতায় ১৮৩৫ সালে তৈরি হয় ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি। ১৮৫০ সালে ব্রিটেনে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন পাশ হওয়ার পর ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতবর্ষেও জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ঘটে। ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জনের ব্যবস্থাপনায় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর ১৯৪৮ সাল থেকে এই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি নব কলেবরে সজ্জিত হয়ে জাতীয় গ্রন্থাগার রূপে পরিচিতি পায়।

তথ্যসূত্রঃ

১) Mukherjee, A.K. (1966); Librarianship: its philosophy and history; Asia Publishing

২) Bhatt, Rajesh Kumar (1995); History and development in India; Mittal Publications

অ্যালমনি অ্যাওয়ার্ড

২২ ডিসেম্বর ২০১৯ রবিবার
বিকেল ৫টা থেকে স্কুল হলঘরে

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

যোগাযোগ ঃ দেবপ্রসন্ন সিনহা /৬৭ (৯৮৩০১২৯৫৫১) ■ সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় /৮৪ (৯৪৩১৫ ৯০৩১৩)

পিকনিক আগামী ১২ জানুয়ারি ২০২০ রবিবার

নাম নথিভুক্ত করান আজই (অনলাইনে করারও সুবিধা আছে)

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

প্রতি বুধ সন্ধে ৭-৩০-৯-৩০টা এবং রবিবার ১১-১-৩০টা স্কুলে অ্যালমনিতে

যোগাযোগ ঃ অরূপ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৯৮৩০০১৪৪৬৩) শান্তনু বসু (৯৪৩৩১ ৪৮৮৩১)

ONLINE MONEY TRANSFER:

JBI Alumni Association
Bank : Allahabad Bank ,
Golpark Branch
A/C No. 20789414709
IFSC Code : ALLA0210675
MICR CODE No. 700010026

ভাতঘুম - (পর্ব এক)

শৌভিক গাঙ্গুলী

ইদানীং দুপুরের ভাত-ঘুমটা বাদ দিয়ে দিয়েছি। জানালার আয়তাকার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে পাশের বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি । ওদের জানালা বন্ধ জীবন, আমার দেখা বা অদেখা কোনটাতেই প্রতিক্রিয়া হয় না। আমি দেখি, ওরা দেখে বলে মনে হয় না। ছাদের উপর জলের ট্যাঙ্কে বসে দুটো কাক অলসভাবে আমার দিকে তাকায়, ভাবটা এমন যেন,

"দেখছ যদিও,পাবেনা কিন্তু ভাগ",

অথবা,

"নাগালের বাইরে আছি,কিন্তু সব লক্ষ করছি"

দোতলার বারান্দায় বড় একটা কাউকে দেখিনা । ওটা দাসদের বাড়ি। দাসবাবু চেয়ারে বসে কাগজ পড়তেন। বছর দশেক হল উনি গত হয়েছেন। বারান্দার একদম বিপ্রতীপ কোণে একটা ছোট বালতি, ঝোলানো আছে। দাসগিন্নি সকালের স্নান সেরে, প্রতিদিন ওতে জলভর্তি করে যান। ঐ কাকগুলো মনে হয় আমাকেও ওদেরই মতো জলের ভাগীদার ভাবে। তাই একটু আড়ভাবে, ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে থাকে, মাঝে মাঝে কর্কশ আওয়াজ করে একটু চমকে দেয় আমাকে।

এই কলকাতা শহরে চমকানো এখন একটা আর্টের পর্যায়ে পৌছে গেছে । যেমন ধরুন, রাসবিহারী মোড়। আপনি বাসের থেকে নামবেন বলে ফুট-বোর্ডে দাঁড়িয়ে। বাসটি একই রুটের দুটো অন্য বাসকে টপকে গিয়ে দাঁড়ায় রাস্তার মাঝখানে। আপনি কন্ডাক্টর কে শাপ-শাপান্ত করে কোনো রকমে নামলেন, আর ঠিক তখনই দেখলেন দুটো বেপরোয়া অটো আর ঠিক মাঝখানে আপনি, ঠিক যেন ম্যাকডোনাল্ডের চিকেন-স্যান্ডউইচ।

আচ্ছা ধরুন গিন্নি বললেন, "এই যে অকর্মার ঢেকি! বলি সারাদিন তো ঐ জানালায় বসে খালি এবাড়ি আর ওবাড়িতে উঁকিঝুঁকি, পাড়ার মেয়ে বৌরা এবার চাঁদা তুলে পেটাবে, এই বলে রাখলুম!"

পিলে চমকানো হেঁড়ে গলায় মাঝবয়সি বৌয়ের চমকানিতে আঁতকে উঠবেন আর ভাববেন, কে যেন বলে গেছে না, "পরনারী, সেভ করোনারি"।

এরপর গুটিগুটি বাজারের থলেটা নিয়ে বাজারের দিকে হাটা লাগাবেন। গৃহলক্ষী তখন বলে চলেছেন, "আজ মা-বাবা আসবে, মার জন্য একটু বাগদা চিংড়ি আর বাবার জন্য ইলিশ আনবে, বলি কানে ঢুকছে তো কথাগুলো?"

পকেটের নোটগুলো খামচে ধরে সিঁধেল চোরের মতো কাতলার ফোলা পেট, তন্বী পাবদার আবেগঘন নিতম্ব দেখতে দেখতে যখন আপনার সানি লিওনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় বিনয়ের দোকানের সেক্সি বাগদাগুলো আপনার চোখে পড়বে ।

"আরে নিয়ে যাও, মাছ রেখে খাও।"

বিয়ের বাজার, দাম অনেক হবে জেনেও আপনি পিছিয়ে আসবেন না, হোম-মিনিস্টারের মুখটা আপনার মনে পড়ে যাবে।

"এই তো বাগদা আটশো আর ইলিশ পনেরশো।"

কয়েক ঘন্টা পর আপনি হেলতে দুলতে নিজের ঘরে ফিরে আসবেন, যদিও নিজভূমে-পরবাসীর মতো আপনার সুখী গৃহকোণ তখন শ্বশুর-শাশুড়ির দখলে ।

রাত সবে দশটা, কলকাতা শহরে সন্ধ্যা-বাতি দেবার সময়। শ্বশুরবাড়িতে রবিবাসরীয় খাওয়া-দাওয়া সেরে চেতলা থেকে অটো করে রাসবিহারী মোড়ে। মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে থাকার পর গিন্নি আপনাকে ট্যাক্সিতে ওঠার জন্য তাগাদা দেয়া শুরু করেছে। অগত্যা ঘুরে দেখলেন কয়েকটা হলুদ-কালো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। আপনি তেনজিং নোরগের মতো শৃঙ্গ জয়ের সাহসিকতা নিয়ে যতদূর বিনয়ের সাথে গিয়ে বললেন, "ভাই যাবেন?"

ড্রাইভার তখন চোখ দুটো বুজে দন্ত-প্রদেশের ছোট ছোট সুঁড়িপথে, ভাঙা দেশলাই কাঠি চালিয়ে আধখাওয়া সবজির টুকরোগুলো নিয়ে ব্যস্ত ছিল । মাথার অর্ধেক জুড়ে টাক, মুখে কয়েক দিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, জামার উপরের দিকের বোতামগুলো খোলা। একটা চোখ একটু খুলে, "কোথায় যাবেন?"

আপনি গদগদ ভাবে বললেন, "সাউথ সিটি ভাই"।

"তিনশো টাকা লাগবে"।

চমকে উঠে আপনার মনে হবে, হৃদয় নামক যন্ত্রটি জিভের ওপর থেকে যেন খোলা বাজারি এই পৃথিবী নামক গ্রামের রাস্তায় বেরিয়ে আসতে চাইছে। রবার্ট ব্রুসের মতো না হারার মানসিকতা নিয়ে আপনি আমতা আমতা করে বলতে চাইবেন, "এত কেন ভাই? মিটারে তো আশি টাকা ওঠে?"

"শুনুন দাদা, গত তিন মাসে পেট্রলের দাম কত বেড়েছে খেয়াল রাখেন? তাছাড়া, ফিরতি পথে খালি গাড়ি নিয়ে আসতে হবে ।"

আপনি অসহায় ভাবে একবার গিন্নির দিকে ফিরে দেখেই রণে ভঙ্গ দেবেন, আর সুবোধ বালকের মতো গাড়িতে উঠে বসবেন।

ছেলে এখন হাইস্কুলে। কাকলি আন্টির কোচিং সেন্টারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। মায়েদের টুকরো টুকরো আলোচনা আপনার কানে আসছে।

"ক্লাসে তো কিচ্ছু করাচ্ছে না, খালি কোচিং সেন্টারে ভর্তি করার ধান্দা"।

"হ্যাঁ রে! কিছু তো করার নেই, নাহলে বাচ্চাগুলোকে ভয় দেখাবে"।

"আবার টিচারদের মধ্যেও রেষারেষি। কাকলি আন্টির কাছে অঙ্ক করে জানতে পারলেই জিৎ স্যার আবার খাতা দেখার সময় ফেল করিয়ে দেবে। ওনার মতো হয়নি বলে"।

"আরে স্কুল থেকেই তো একটা কোচিং সেন্টার খুলেছে । ক্লাস এইট থেকে ওখানে না পড়লে পাশ করবে না কেউ।

সব কিছু ওখানেই করিয়ে দেবে। স্কুলে কিছু হবে না"।

"সবাই কি আর বাচ্চাদের ওখানে দিতে পারবে? পার সাবজেক্ট পনেরশো টাকা করে, আর অ্যাডমিশন ফি কুড়ি হাজার!"

আপনি মনে মনে ভাবছেন,

"সত্যি শিক্ষা বড় বালাই!"

চমকে যাবেন না প্লিজ!

ভাতঘুম চলছে! চলবে!

ঋতিকা, তোমার অতীত – সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়

ঋতিকা, তুমি যে দিবারাত্রির কাব্য –
লেপের ওমেতে তোমার কথাই ভাবব।
তন্বী-বহ্নি-ধন্যি ও তনু জন্যে
বর্ষা দুপুরে হত্যে দিয়ে হন্যে।

ঋতিকা তোমার অমন বিম্বাধর,
ভীষ্মতেজে স্থির কোন ব্যাচেলর।
তোমার আগুনে আমার আহুতি হোক।
অকাল ফাগুনে মিলে যাই সম্যক্।

ঋতিকা, তোমার পায়ের বেড়িটি দামি,
ধনদৌলত, গরিলার মতো স্বামী।
দৌড় আমার 'মোল্লা'র মতো,
আমি তো রাবণও নই।
খিড়কিতে চোখ, কলিজাতে জোর কই।

ঋতিকা, তুমি কি ডুমুরের ফুল হলে?
ঋতু আসে যায়, বেরোও না দোর খুলে।
তুমি কি গেছ বাপের বাড়িতে,
বনিবনা নেই এখানে?
নাকি তুমি কোনো চাকরি পেয়েছ,
ঠিকানা এখন সেখানেই?

দীর্ঘ বিরতি হতাশায় বোনা প্রহরের কাঁটা কন্টক।
অদেখাই বুঝি শ্রেয় ছিল, তাতে সুরভী থাকত বন্ধক।

যেদিন আবার দেখলাম ফিরে, কঙ্কালসার শীর্ণ ।
কেশহীন মাথা, ঋতিকার প্রেত – কী রোগে ও রূপ দীর্ণ!

ঋতিকা, তুমি গরিলারই থাকো- যত্নে সেবায় বন্দি।
খিড়কি আমার বন্ধ রেখেছি তোমার অতীত বন্দি।

নবনীতাদিকে নিয়ে কিছু স্মৃতি

সুকমল ঘোষ

২০০৬ সালে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের কৃতী ছাত্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নবনীতাদি (নবনীতা দেব সেন) স্কুলের হলে এসেছিলেন। কিন্তু এমনই আমাদের কপাল খারাপ যে সেদিন দিদির গলার স্বর বেরচ্ছিল না। অনুষ্ঠানটা সঞ্চালনা করছিলাম আমি। দিদির মাঝে মাঝে যে কথাগুলি মনে পড়ছিল, সেগুলি একটা কাগজে লিখে আমার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন, আমি সেগুলি মাইকে বলছিলাম। একটা ছোট লেখাও দিয়েছিলেন, সেটি খেয়ার গত সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে।

নবনীতাদির মনটা কত নরম ছিল তা এখানে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলেই পাঠক বুঝতে পারবেন। লেখা আনতে, সাক্ষাৎকার নিতে কয়েকবার 'ভালবাসা' বাড়িতে গিয়েছি। একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলাম — "দিদি আপনার মতো আমারও অল্পেতে ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ধাত আছে"। পরে একদিন শীতের সন্ধ্যায় কী একটা কাজে দিদির বাড়ি গেছি, বললেন — "সোয়েটার কোথায়?" সোয়েটারটা আমার জামার তলায় ছিল। বললেন — "মাফলারও ব্যবহার করবে"। "পঁচিশে বৈশাখের কবিতা" নামে একটা লম্বা সাইজের পত্রিকা প্রকাশিত হত পঁচিশে বৈশাখের সকালে। পঁচিশে বৈশাখের দিন সকালবেলা রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে আমাদের পত্রিকা নিয়ে যেতাম এবং অবশ্যই এক কপি "পঁচিশে বৈশাখের কবিতা" সংগ্রহ করতাম। পত্রিকাটি প্রকাশ করতেন যোগব্রত চক্রবর্তী নামে একজন তরুণ কবি। অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর, উদার প্রকৃতির যোগব্রতদাকে সুনীলদা, শক্তিদার মতো নবনীতাদিও খুব স্নেহ করতেন।

সত্তরের কোনও একটা সময়ে জলে ডুবে মর্মান্তিকভাবে যোগব্রতদার প্রয়াণ ঘটে। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যে যোগব্রতদার স্ত্রীরও প্রয়াণ ঘটে। "পঁচিশে বৈশাখের কবিতা"-র তিনিও একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। অত্যন্ত হাসিখুশি মহিলা ছিলেন।

তারপরও যোগব্রতদার দাদা ভক্তিব্রত চক্রবর্তী পত্রিকাটি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। একবার আমাকে অনুরোধ করলেন ঐ পত্রিকার জন্য নবনীতাদির একটা কবিতা এনে দিতে।

নবনীতাদিকে যখন বললাম তখন দিদির দুচোখ জলে ভরে গেল। বললেন — "যে রাক্ষুসে কাগজটা দু দুটো তরতাজা প্রাণ কেড়ে নিল, সেটাকে রাখবার কী দরকার? ভক্তিদাকে বলো কাগজটা বন্ধ করে দিতে।" পরে দেখেছিলাম যোগব্রতদা ও বৌদিকে নিয়ে "পঁচিশে বৈশাখের কবিতা"-র পাতায় এক মর্মস্পর্শী স্মৃতিচারণ লিখেছিলেন নবনীতাদি। আজও নবনীতাদির অশ্রুসজল চোখদুটো চোখের সামনে বারেবারে ভেসে উঠছে।

এ বছর বাংলায় সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পাচ্ছেন অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক চিন্ময় গুহ। তাঁর প্রবন্ধের বই 'ঘুমের দরজা ঠেলে'র জন্য এই পুরস্কার পাচ্ছেন তিনি। বাংলা-সহ মোট ২৩টি ভারতীয় ভাষার লেখকদের পুরস্কৃত করছে সাহিত্য অকাদেমি। আজ সংস্থার এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ২৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে প্রাপকদের হাতে।

এর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যাসাগর পুরস্কার, লীলা রায় পুরস্কার, ডিরোজিও দ্বিশতবার্ষিকী পুরস্কার এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন চিন্ময়। 'দেশ' ও 'বইয়ের দেশ' পত্রিকার গ্রন্থ-সমালোচনার সম্পাদনা করেছেন এক দশক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক চিন্ময় গুহের ফরাসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি সুবিদিত। ফ্রান্সের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দফতর তাঁকে ২০১০ ও ২০১৩ সালে যথাক্রমে 'অর্ডার অব অ্যাকাডেমিক পাম' এবং 'অর্ডার অব আর্টস অ্যান্ড লেটার্স' সম্মানে ভূষিত করেছিল। এ বছর ফরাসি সরকারের অন্যতম শীর্ষ সম্মান 'ন্যাশনাল অর্ডার অব মেরিট'ও পেয়েছেন তিনি।

জগদ্বন্ধুর এই কৃতী ছাত্রকে প্রাক্তনী সংগঠনের তরফ থেকে অনেক অভিনন্দন।

মহেন্দ্র লাল দত্ত®

mld®

MOHENDRA LAL DUTT
A TRADITION OF TRUST
SINCE: 1882

47/3B, GARIAHAT ROAD,
KOLKATA - 700019

Phone: 033 24631168
(M) 9830174960 / 9903731550

website: www. mldumbrella.com

Rotary | BE THE INSPIRATION

ROTARY CLUB OF KASBA

PP Rtn. Subhasish Bose - 9830209051
Website : www.rotaryclubkasba.com

যার খাবার খেলেই মন ভালো হয়ে যায়

গুণ ক্যাটারার

৪২/৪৩ ইষ্ট রোড পার্ক, কলকাতা – ৩৯

০৩৩ ২৩৪৩ ৯৬৮৮

৯৮৩১০০১১০৯ / ৭০০৩৬৬৮৯৬৩

মোবাইলে বা কমপিউটারে খুলুন

kheya.org

আমাদের ডিজিটাল খেয়া পড়ুন ও লেখা পাঠান।
সাহিত্য, প্রতিবেদন, ফিচার, লাইফস্টাইল, খেলা
ইত্যাদি নানান বিভাগে লেখা এবং
ছবি (১২০০পিক্সেলের মধ্যে) পাঠান।

সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬

Edited by Santanu Chatterjee on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019.M: 8981752100 Publisher's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.